নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

বিশেষ প্রতিবেদন

নারদ নদ পুনঃখনন: প্রাণ ফিরবে কি নাটোরের নদীকেন্দ্রিক জনপদে?

প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩ কিলোমিটার নদ খননের প্রস্তাব: বড়াল, নারদ ও মুসাখাঁ নদ পুনরুদ্ধারে নতুন উদ্যোগ।

নিজস্ব প্রতিবেদক প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ৫ মিনিট পাঠ



নদীর বুকে জমেছে পলি, কমেছে নাব্যতা, ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ। এমন বাস্তবতায় নাটোরের নারদ নদ পুনঃখননের প্রস্তাব ঘিরে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে স্থানীয় মানুষের মধ্যে। প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩ কিলোমিটার নদ খননের প্রস্তাবিত উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নদটির নাব্যতা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি পানি নিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা ব্যবস্থাপনা ও নদীকেন্দ্রিক পরিবেশের উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

পলি জমে সংকুচিত নদী, প্রয়োজন পুনরুদ্ধারের:

একসময় নদ-নদী ছিল জনপদের প্রাণপ্রবাহ। কৃষি, মৎস্যসম্পদ, পানি নিষ্কাশন, জীববৈচিত্র্য ও স্থানীয় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নদীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পলি জমা, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া এবং নাব্যতা হ্রাসের মতো সমস্যায় দেশের অনেক নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। নাটোরের নারদ নদও সেই বাস্তবতার বাইরে নয়। দীর্ঘদিন ধরে পলি জমে নারদ নদের বিভিন্ন অংশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। নদটির নাব্যতা কমে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশন ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা ব্যবস্থাপনা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। এ অবস্থায় নদটির স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে পুনঃখননের উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নারদ নদের পুনঃখনন প্রকল্পের অগ্রগতি ও সম্ভাব্য কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে তিনি নাটোর শহরের কান্দিভিটা ও তেবাড়িয়া এলাকায় নদটির ভরাট হয়ে যাওয়া বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। এ সময় নদীর বর্তমান অবস্থা, পলি জমার পরিস্থিতি এবং পুনঃখননের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

৫০০ কোটি টাকার প্রস্তাব, ৪৩ কিলোমিটার পুনঃখননের পরিকল্পনা

নারদ নদের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রায় ৪৩ কিলোমিটার অংশ পুনঃখননের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এ প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নদটির পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখা এবং পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, দেশের সব নদ-নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে সেগুলোকে সচল করতে সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করছে। নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনা এবং পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রীর এ বক্তব্যে নদ পুনরুদ্ধারকে কেবল খননকাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে দেখার বিষয়টি উঠে এসেছে। তবে প্রস্তাবিত নারদ নদ পুনঃখনন প্রকল্পের কাজ শুরুর সময়, বাস্তবায়নকাল এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিদর্শনকালে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

বড়াল, নারদ ও মুসাখাঁ—নদ পুনরুদ্ধারে সমন্বিত উদ্যোগ:

নাটোরের নদ-নদী পুনরুদ্ধারের আলোচনায় নারদ নদের পাশাপাশি উঠে এসেছে বড়াল ও মুসাখাঁ নদও। প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, এসব নদ খনন ও সংস্কারের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া

হয়েছে। লক্ষ্য হলো নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা এবং পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক করার উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়া। নদী পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একটি নদীর প্রবাহ ও পানি নিষ্কাশনের সক্ষমতা অনেক সময় আশপাশের জলপ্রবাহ, সংযুক্ত খাল এবং অন্যান্য নদীর অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই খননকাজের পাশাপাশি নদীগুলোর পারস্পরিক সংযোগ, পানি প্রবাহের পথ এবং দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

বড়াল, নারদ ও মুসাখাঁ নদ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ: পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত হলে তা নাটোরের নদীকেন্দ্রিক পানিব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এর সুফল কতটা পাওয়া যাবে, তা নির্ভর করবে প্রকল্পের নকশা, বাস্তবায়নের মান এবং পরবর্তী সময়ে নদীগুলোর প্রবাহ ও নাব্যতা রক্ষার ব্যবস্থার ওপর।

জলাবদ্ধতা মোকাবিলা ও কৃষিতে সম্ভাব্য সুফল

নদ পুনঃখননের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনা। নদীর তলদেশে অতিরিক্ত পলি জমে গেলে পানি বহনের সক্ষমতা কমতে পারে। ফলে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় পানি নিষ্কাশনে চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নারদ নদের নাব্যতা পুনরুদ্ধার করা গেলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি কৃষি ও স্থানীয় জীবিকার ক্ষেত্রেও পরোক্ষ সুফল তৈরি হতে পারে। নদীর সঙ্গে সংযুক্ত জলপ্রবাহ সচল থাকলে কোথাও কোথাও কৃষিকাজে পানির প্রাপ্যতা, জলাশয়ের পরিবেশ এবং স্থানীয় জলজ জীববৈচিত্র্য উপকৃত হতে পারে। তবে এসব সুফল নিশ্চিত করতে নদীর প্রকৃত প্রবাহব্যবস্থা, আশপাশের এলাকার ভূমিরূপ এবং পানি ব্যবস্থাপনার বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়া শুধু খনন করলেই সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। খননকৃত পলি কোথায় রাখা হবে, নদীর দুই তীরের স্থিতিশীলতা কীভাবে রক্ষা করা হবে এবং ভবিষ্যতে নতুন করে পলি জমা ঠেকাতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে—এসব বিষয়ও প্রকল্পের কার্যকারিতার সঙ্গে জড়িত।

নদীর সঙ্গে জড়িয়ে স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশা:

নারদ নদকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশা মূলত নদটির স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরে পাওয়া। দীর্ঘদিন ধরে ভরাট হয়ে থাকা নদীর বিভিন্ন অংশ পুনঃখনন করা হলে পানিপ্রবাহের উন্নতি ঘটবে—এমন প্রত্যাশা রয়েছে তাদের মধ্যে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নদটি কার্যকর ভূমিকা রাখুক, সেটিই স্থানীয়দের অন্যতম চাওয়া। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা ও মতামতকে

গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। নদীর কোন অংশে পানি প্রবাহ সবচেয়ে বেশি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, কোথায় পলি জমার প্রবণতা বেশি এবং কোন এলাকাগুলো পানি নিষ্কাশনের সমস্যায় বেশি ভোগে—এসব তথ্য পরিকল্পনা ও কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে। নদ পুনরুদ্ধারের সুফল যাতে নদীর আশপাশের মানুষের কাছে পৌঁছায়, সে জন্য স্বচ্ছতা, নিয়মিত তদারকি এবং কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করাও জরুরি।

টেকসই পুনরুদ্ধারই বড় চ্যালেঞ্জ:

নারদ নদের প্রস্তাবিত পুনঃখনন প্রকল্পকে ঘিরে সম্ভাবনা তৈরি হলেও এর প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনার ওপর। নদ খননের পর আবার পলি জমে নাব্যতা কমে গেলে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত সুফল ধরে রাখা কঠিন হতে পারে। এ কারণে নিয়মিত নদীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদীর প্রবাহপথ সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য, তীরবর্তী বসতি, কৃষিজমি এবং জলজ প্রাণীর আবাসস্থলের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করে বাস্তবায়ন করা গেলে নদ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ আরও কার্যকর হতে পারে।

সম্ভাবনার সামনে নারদ নদ

নাটোরের নারদ নদ পুনঃখননের প্রস্তাবিত উদ্যোগ এখন নদ পুনরুদ্ধার ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩ কিলোমিটার অংশ পুনঃখননের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নদটির নাব্যতা বৃদ্ধি, স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ ফিরিয়ে আনা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন—এই পথের প্রতিটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের অনুমোদন, কাজ শুরুর সময়সূচি, কারিগরি পরিকল্পনা, স্বচ্ছ বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোগটিকে টেকসই রূপ দিতে হবে। নারদ নদকে ঘিরে প্রত্যাশা তাই শুধু একটি নদ খননের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় পরিবেশ, পানি ব্যবস্থাপনা এবং নদীনির্ভর জনজীবনের ভবিষ্যৎ। পরিকল্পিত ও টেকসই উদ্যোগের মাধ্যমে নদটির স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলে তা নাটোরের নদ পুনরুদ্ধারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।